স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কী বিরোধী দল গঠন করতে পারবে?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে কারা বিরোধী দল? ১১টি আসন নিয়ে জাতীয় পার্টি (জাপা) নাকি ৬২টি আসনে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিরোধী দল হবে? নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে বিরোধী দল নিয়ে। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা জোট করে বিরোধীদলে বসতে পারবে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের মর্যাদা হারাবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় যে কার্যপ্রণালিবিধি দ্বারা, তার কোথাও বিরোধী দল সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই। ৩০০ আসনের মধ্যে ন্যূনতম কতগুলো আসন পেলে কোনো দল বিরোধী দলের চেয়ারে বসতে পারবে কিংবা বিরোধীদলীয় নেতা কে হবেন, তার যোগ্যতা কী হবে সে বিষয়েও স্পষ্ট কিছু বলা নেই।

তবে অঘোষিতভাবে জাতীয় সংসদে একটি বিধান রয়েছে, সেটি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক দলকে ১০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অন্তত ৩০টি আসন পেলে বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া হয়। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২(১) (ট) ধারায় বলা হয়েছে, বিরোধীদলীয় নেতা অর্থ হল, “স্পিকারের বিবেচনামতে যে সংসদ সদস্য সংসদে সরকারি দলের বিরোধিতাকারী সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত ক্ষেত্রমতে দল বা অধিসঙ্গের নেতা।”

বিশেষ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একমত হতে পারলে তারা সংসদে বিরোধী দলে বসতেও পারেন। এজন্য তাদের একটি ‘মোর্চা’ বা ‘ককাস’ (রাজনৈতিক জোট) গঠন করে এক কাতারে আসতে হবে। এরশাদের আমলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সে সময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (রব) উদ্যোগে ‘কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টিস (কপ)’ নামে সম্মিলিত বিরোধী দল গঠিত হয় এবং তারা নির্বাচনে অংশ নেয়। তারা তখন ১৯টি আসন পেয়েছিল। গ্রুপ হওয়ার কারণে তারা তখন সংসদ সদস্য হলেও বিরোধী দলের মর্যাদা পাননি। পরে অন্যান্য দলের আরও ১৪ জন সংসদ সদস্য আ স ম আবদুর রবকে নেতা মেনে স্পিকারের কাছে আবেদন করলে স্পিকার তাকে বিরোধী দলের নেতার স্বীকৃতি দেন।

সংসদীয় আইনেও বলা আছে, ‘বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী যেকোনো দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন অথবা স্বতন্ত্র হিসেবেই থাকতে পারেন।’ নবম সংসদের পুরো সময়ে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে ফজলুল আজিম আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। অর্থাৎ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে থাকলেও অসুবিধা নেই।

জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, ‘প্রচলিত রীতি হলো, নির্বাচনের পর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে তারা সরকার গঠন করবে। এরপর যারা তাদের চেয়ে কম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে তারা বিরোধী দলে থাকবে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরেই স্বতন্ত্ররা বেশি আসন পেয়েছেন। তাদের অনেকে নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গেও থাকতে চাইবেন। এখন কারা বিরোধী দলে থাকতে চান, সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। যারা হতে চায় তাদের তো গ্রাউন্ড লাগবে।’

সুপ্রিম কোর্টের আরেক আইনজীবী তানজীব উল আলম বলন, ‘বিরোধী দল বলতে কোনো দলকে বোঝায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠরা সরকার গঠন করবে। পরের সংখ্যাগরিষ্ঠরা যদি প্রস্তাব করেন আমরা এতগুলো সংসদ সদস্য আছি এবং একত্রিত হয়েছি, আমাদের বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া হোক। তখন স্পিকার যাচাই করে দেখবেন এবং বিরোধী দলের জন্য যতটুকু সংসদ সদস্য প্রয়োজন তা থাকলে তিনি মর্যাদা দেবেন। পরে স্পিকার সংসদের বিরোধী দলের নেতা, উপনেতা, চিফ হুইপ ও হুইপ কারা হবে তা জানাতে বলবেন। স্বতন্ত্র যে ৬২ জন নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের কেউ আওয়ামী লীগ বা অন্য কোনো দলে যোগ দিলে তা সংসদ সদস্য পদ খারিজ হবে না। ফলে তিনি বিরোধী দলে থাকতে পারেন বা অন্য দলেও যোগ দিতে পারে।’

স্বতন্ত্রদের জোট আগেও হয়েছে। বিএনপির বর্জনে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির দশম সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে জেতেন ১৬ জন। সেই সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টনের সময় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদেরকে চিঠি দেওয়া হয় তারা জোটবদ্ধ হবেন কি না। এরপর ১৬ জন জোটবদ্ধ হলে সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে তিনটি বরাদ্দ দেওয়া হয় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের। ২০১৭ সালের মে মাসে এদের মধ্যে ১৪ জন একসঙ্গে এবং এরপর আরও দুই জন আওয়ামী লীগে ফিরে যান।

বিরোধী দল ছাড়াও সংসদ ছিল। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় নির্বাচনের

পর যে সংসদ গঠন হয়, তাতে বিরোধীদলীয় নেতার আসনে কেউ বসেননি। সেবার ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই পায় ২৯৩টি। একটি করে আসন পায় জাসদ ও জাতীয় লীগ। বাকি পাঁচটি আসন পান স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা। তারা জাতীয় লীগ নেতা আতাউর রহমান খানকে তাদের নেতা নির্ধারণ করে বিরোধী দলের নেতার মর্যাদা দিতে স্পিকারের কাছে আবেদন জানান। তবে সংসদ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপত্তি জানিয়ে বলেন, বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে একটি রাজনৈতিক দলের অবশ্যই কমপক্ষে ২৫টি আসন থাকতে হবে। না হলে তাদেরকে পার্লামেন্টারি গ্রুপ হিসেবে বলা যেতে পারে, কিন্তু বিরোধী দল নয়।

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও বামপন্থি দলগুলোর বর্জনের মধ্য ভোটের পর গঠিত সংসদেও একই ঘটনা ঘটে। বিএনপিকে সেই নির্বাচনে ২৭৮টিতে জয়ী দেখানো হয়। ১০টি আসনে স্বতন্ত্র এবং একটিতে ফ্রিডম পার্টির নেতা বঙ্গবন্ধুর খুনি খন্দকার আব্দুর রশীদকে বিজয়ী দেখানো হয়। বাকি ১১টি আসনের মধ্যে ১০টিতে কাউকে বিজয়ী দেখানো হয়নি। একটিতে ভোট স্থগিত ছিল।

মেহেরপুরে দুইটি আসনের ৯ প্রার্থীর জমানত বাজেয়াপ্ত

মেহেরপুর-১ আসনে চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী জামানত রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত (কাস্টিং ভোট) ভোটের আট ভাগের এক ভাগ ভোট পেলে প্রার্থী জামানত ফেরত পাবেন। সে হিসেবে ওই কাঙ্ক্ষিত ভোট না পাওয়ায় ৯ প্রার্থীর জামানতের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে। প্রচলিত কথায় এসব প্রার্থী জামানত হারাচ্ছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গত রোববার (৭ জানুয়ারি) ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনে ৩ লাখ ৩৭ জন ভোটারের মধ্যে প্রদত্ত ভোট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫৪১। জামানত ফিরে পেতে কাস্টিং ভোটের আট ভাগের এক ভাগ হিসেবে একজন

প্রার্থীকে সর্বনিম্ন ১৯ হাজার ৯৪৩ ভোট পেতে হবে।

ফলাফলে দেখা গেছে, মেহেরপুর-১ আাসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন (নৌকা) ৯৪ হাজার ৩০৩ ভোট পেয়েছেন। স্বতন্ত প্রার্থী সাবেক এমপি আব্দুল মান্নান (ট্রাক) ৫৭ হাজার ৬৮২ ভোট পান।

এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন (ঈগল) ১ হাজার ৪৪০ ভোট, জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল হামিদ (লাঙ্গল) ৮২০ ভোট, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) প্রার্থী তারিকুল ইসলাম লিটন (আম) ৪৫৯ ভোট এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোট প্রার্থী বাবুল জম (ছড়ি) প্রতীকে ২৪১ ভোট পেয়েছেন। প্রদত্ত ভোটের শতাংশ হিসেবে চার প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মোট ২ লাখ ৫৫ হাজার ৯২৯ ভোটের মধ্যে প্রদত্ত ভোট ১ লাখ ২৮৫ হাজার ৪১১। প্রদত্ত ভোটের হিসেবে জামানত ফিরে পেতে একজন প্রার্থীকে সর্বনিম্ন ১৬ হাজার ৫২ ভোট পেতে হবে।

এ আসনটিতে সাতজন প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর (নৌকা) ৭২ হাজার ৭২৮ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি মকবুল হোসেন (ট্রাক) ৪৯ হাজার ৫৯৩ ভোট পান।

এ ছাড়া জাতীয় পার্টির প্রার্থী কেতাব আলী (লাঙ্গল) ৮৯৬ ভোট, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট প্রার্থী শাহ জামাল (ছড়ি) ২৯৪ ভোট, বিএনপির সাবেক এমপি তৃণমূল বিএনপি প্রার্থী আব্দুল গনি (সোনালি আঁশ) ২৯১ ভোট, বাংলাদেশ কংগ্রেস প্রার্থী আল ফারুক (ডাব) ২৭৩ ভোট এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি প্রার্থী গোলাম রসুল (আম) ২০৮টি ভোট পেয়েছেন। প্রদত্ত ভোটের হিসেবে এ আসনটিতে এ প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে একজন প্রার্থীর জামানত জমা ছিল ২০ হাজার টাকা। মেহেরপুর-১ আসনের চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনের পাঁচ প্রার্থীর ওই জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী এ অর্থ বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে ৪র্থ বারের মতো নৌকা প্রতীক জয়ী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ৪র্থ বারের মতো নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ৪র্থ হাজী আলী আজগর টগর নৌকা প্রতিক নিয়ে জয়লাভ করেছেন গতকাল রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে রাত সাড়ে দশটার সময় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

গতকাল রবিবার সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকাল চারটা পর্যন্ত। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চলে চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ভোট গ্রহণ কার্যক্রম । ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসন চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে গঠিত এবং চুয়াডাঙ্গা-২ দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মিলে ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসন। এই আসনে ৪র্থ বারের মতো বেসরকারি ভাবে নৌকা প্রতিকে জয়লাভ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনিত নৌকার প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এ সময় নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ঈগল প্রতিক থেকে ২৩ হাজার ৪ শত ৯৮ জনের ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেন। নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ভোট পেয়েছেন ৯৬ হাজার ২ শত ৬৬ জনের ভোট।

তার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ঈগল প্রতিকে ৭২ হাজার ৭ শত ৬৮ জনের ভোট পেয়েছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য ফ্রিজ প্রতিকে এম এ রাজ্জাক খান রাজ ভোট পেয়েছেন ৫৯ হাজার ১ শত ৮০ জনের ভোট । স্বতন্ত্র

৩৫৪টি। যার মধ্যে ২০৫টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ এবং ১৪৯টি কেন্দ্র সাধারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। কিন্তু কোন প্রকার অপ্রতিকার কর্মকাণ্ড ছাড়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ভোট দেয় সাধারণ নাগরিক।
জেলার দু’টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ লাখ ৫০ হাজার ৭৮ জন। নির্বাচনী এলাকা ৭৯ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯৮০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪১ হাজার ৩৮৭ জন এবং মহিলা ভোটার ২ লাখ ৪২ হাজার ৫৮৯ জন। মোট ভোট কেন্দ্রে সংখ্যা ১৮১টি। নির্বাচনী এলাকা ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ দামুড়হুদা উপজেলা, জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত। চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৯৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪২ জন এবং মহিলা ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ৬৯২ জন। মোট ভোটকেন্দ্রে সংখ্যা ১৭৩টি।

তৃতীয় বারের মত এমপি হলেন ফরহাদ হোসেন

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৩য় বারের মত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতিক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। নৌকা প্রতিক নিয়ে ৯৪৩০৩ ভোট পেয়ে বে-সরকারি ভাবে বিজয়ী হন তিনি।

আজ রবিবার রাত আটটার দিকে বেসরকারি ভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষনা করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

ফরহাদ হোসেনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান ট্রাক প্রতিক নিয়ে ৫৭৬৯২ ভোট পেয়ে পরাজিত হন।

সকাল ৮ থেকে ভোট গ্রহন শুরু হয়ে বিরতীহিন ভাবে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে এই ভোট গ্রহন। মেহেরপুর ১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা

৩ লাখ ৩৭ জন।

এদিকে, বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়েছে ফরহাদ হোসেনের সমর্থকরা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমাই হোসেনের বাসভবনের সামনে। ফলাফল ঘোষণার পরে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন তাকে।

এর আগে ২০১৪ সালে এবং ২০১৮ সালে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান।

কুষ্টিয়া-২ ইনুকে হারিয়ে এমপি হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নৌকার প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিন। কামারুল আরেফিন ট্রাক প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আর হাসানুল হক ইনু নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪৪৫ ভোট। প্রায় ২৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন কামারুল আরেফিন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত জাসদ থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হলেও ২০০৮ সালে এসে মহাজোট থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে বিজয়ী হন। এরপর ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও ২০১৮ সালে বিএনপি-জামায়াতকে কোণঠাসা করে জয়ী হন বড় ব্যবধানে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ইনু ২ লাখ ৮০ হাজার ৬৩৬ ভোট। তবে এবার এসে তার ভোটের সংখ্যা মাত্র ৯২ হাজার। এর আগে ৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ভোটের হিসেব করলে দেখা যায় ৩০ হাজারের সামান্য বেশি ভোট পেয়েছিলেন তিনি।

এদিকে গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নানা কারনে দ্বন্দ্ব প্রকট হয় ইনুসহ জাসদের। যার ফলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসে

আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ইনুকে চ্যালেঞ্জ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও সদ্য পদত্যাগী উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

কামারুল আরেফিন ৮০’র দশকে ছাত্রলীগের রাজনীতির মাধ্যমে। এরপর যুবলীগের রাজনীতি শুরু করেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ছিলেন। পরে হামলা-মামলায় টিকতে না পেরে পালিয়ে যান এলাকা ছেড়ে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এলাকায় ফিরে আসেন। এরপর ২০১১ সালে সদরপুর ইউনিয়ন থেকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বিপুল ভোটে। পরে কাউন্সিলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের পর ইউপি চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে জয়ী হন। এরপর ২০১৮ সালে এসেও একই পদে জয়ী হন তিনি।

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মিরপুর ও ভেড়ামারায় তার জনপ্রিয়তা আছে কর্মিদের মাঝে। দেশ সেরা উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছেন কামারুল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ইনুর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। নানা প্রতিকুলতার পরও তাকে মাঠ থেকে সরাতে পারেনি ইনু। বিরোধিতার পরও ভোটের মাঠে ম্যাজিক দেখিয়ে ইনুকে ঘায়েল করেছেন জয়ী হয়েছেন।

জয়ী হওয়ার পর দুই উপজেলার হাজার হাজার মানুষ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে আসেন।

জয়ী হয়ে কামারুল আরেফিন বলেন, ‘আমি জনতার নেতা। সব ছেড়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম। জনগন ভোট দিয়ে আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। আমি শুকরিয়া জানাই আল্লাহর দরবারে। মিরপুর-ভেড়ামারাবাসীর এ দেনা আমি কখনো শোধ করতে পারব না। শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাব।’

এদিকে ইনুর পরাজয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

এদিকে ৩৩ বছর পর এমপি পেল মিরপুরবাসী। সর্বশেষ ১৯৯১ সালে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন আব্দুর রউফ চৌধুরী। এরপর ভেড়ামারা থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছে বারবার। তার আগে ১৯৮৬ সালে জামায়াতের আব্দুল ওয়াহেদ এমপি হন প্রথমবারের মতো।

দর্শনায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন: ১ জনের কারাদণ্ড ও ৬ জনের জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় নির্বাচন চলাকালীন কেন্দ্রের মধ্যে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আরিফুল ইসলাম লাল্টু (৪০) নামের একজনকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ৩ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের জেল প্রদান করেছে।

আজ রোববার দুপুর ৩ টার দিকে দর্শনা সরকারী কলেজে ভোট কেন্দ্রের এ ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যায় তাকে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাযায়, গতকাল রোববার দুপুর ৩ টার দিকে দর্শনা সরকারী কলেজ ভোট কেন্দ্রে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে আরিফুল ইসলাম লাল্টু নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। এসময় তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে কারাদন্ড প্রদান ও অর্থ জরিমানা অন্যথায় কারাদন্ডের রায় প্রদান করা হয়।

কারাদন্ড প্রাপ্ত ব্যাক্তি দর্শনা পৌর এলাকার থানাপাড়া মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে আরিফুল ইসলাম লাল্টু। তাকে ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে সন্ধেহজনক ঘোরাঘুরি ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা আক্তার ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ৩ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ড প্রদান করেছে।

এসব উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা- ২ নির্বাচন এলাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাবেয়া বসরী দামুড়হুদা সড়কে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায়। এ সময় সড়ক আইনে ৬ জনকে আচরণ বিধি লঙ্ঘন ও অবৈধ্য মোটরযান চালানোর অপরাধে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর-২ আসনে ডাক্তার নাজমুল হক সাগর এমপি নির্বাচিত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর- ২ (গাংনী) আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর (নৌকা প্রতীক) ৭২ হাজার ৭২৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি মকবুল হোসেন (ট্রাক প্রতীকে) পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৫৯৩ ভোট।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রীতম সাহা আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে বেশি পেয়েছেন ২৩ হাজার ১৩৫ ভোট।

এ আসনে ভোটার সংখ্যা ২লাখ ৫৫ হাজার ৯২৯। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ২৭ হাজার ৪৯৩ জন, মহিলা ভোটার ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৩৪ জন এবং হিজড়া ভোটার ২ জন।

মেহেরপুরের দুটি আসনেই নৌকা বিজয়ী

সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। মেহেরপুরের দুটি আসনে দুএকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিলো। নির্বাচনে মেহেরপুর ১ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং মেহেরপুর ২ আসনে ডা: আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর বিজয়ী হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী।

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুরন-১ আসনে ফরহাদ হোসেন বিজয়ী হয়েছেন ৩৬৬২১ ভোটে। তিনি নৌকা প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৯৪ হাজার ৩০৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আব্দুল মান্নান ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৬৮২ ভোট। এ আসনটিতে মোট ৩ লাখ ৩৭ জন ভোটার রয়েছেন। ভোট প্রদানের হার ৫২.৫৪ ভাগ।

শুধুমাত্র গাংনী উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডাঃ আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর বিজয়ী হয়েছেন ২৩ হাজার ১৩৫ ভোটে। তিনি নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ৭২ হাজার ৭২৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন ট্রাক প্রতীকে ৪৯ হাজার ৫৯৩ ভোট পেয়েছেন। এ আসনটিতে মোট ২ লাখথ ৫৫ হাজার ৯২৯ ভোট। ভোট প্রদানের হার ৪৮ ভাগ।

মেহেরপুর ১ আসনে মোট প্রার্থী ছিলেন ছয় জন এবং মেহেরপুর ২ আসনের প্রার্থী সাত জন। তবে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দীতা হয়। অন্য দলের প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হতে পারে বলে জানা গেছে।

সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়। সুষ্টু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন ভোটাররা।

ঝিনাইদহের ৪ টি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ শেষে চলছে গণনা

ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনে শান্তিপুর্ণ ভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল ৮ টায় জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনের ৬ উপজেলার ৫৮৫টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। সকাল থেকে তীব্র শীত উপেক্ষা ভোট দিতে আসছেন নানা বয়সী নারী-পুরষ। ভোটকেন্দ্রগুলোর বাইরেও যেন উৎসব চলছে। নিরাপত্তার চাদরে মোড়ানো ৪ টি আসনের প্রতিটি কেন্দ্রেই বেলার বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি বাড়ছে।